বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি

Bangladesh Class-III Govt. Employees Association

(একটি অরাজনৈতিক শ্রেণীভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন)

অস্থায়ী কার্যালয় ঃ ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।

e-mail : info@bgeac3.com web:wwwbgeac3.com

স্মারক নং ঃ বাতসকস/সম/২০১৩/১৬ তারিখ ঃ ২০ এপ্রিল ২০১৩

জাতীয় পে-কমিশন গঠন, নতুন বেতন স্কেল প্রদান, অন্তর্বর্তীকালীন ৬০% বেতন বৃদ্ধি এবং পদমর্যাদা ও বেতন বৈষম্য নিরসনের দাবীতে

সংবাদ সম্মেলন

সম্মানিত সাংবাদিক বোন ও ভাইয়েরা,

বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির পক্ষ হতে আপনাদের শুভেচ্ছা ও সালাম জানিয়ে পেশ করছি আজকের সংবাদ সম্মেলনে আমাদের বক্তব্য। বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি একটি অরাজনৈতিক শ্রেণীভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন। প্রজাতন্ত্রের সরকারি কর্মক্ষেত্রে বিরাজমান মোট জনবলের প্রায় ৬০ শতাংশই তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী। সরকারের রাজস্ব খাত, উন্নয়ন খাত, চার্জড, ক্যাজুয়াল, কন্টিজেন্সী, মাস্টাররোল, দৈনিক ভিত্তিক এবং জাতীয় বেতন স্কেলের আওতায় প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন সেক্টর কর্পোরেশনে বিদ্যমান তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ। প্রজাতন্ত্রের তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী, আমরা সকলেই নির্দিষ্ট ও স্বল্প আয়ের কর্মচারী।

২০০৯ সালে জাতীয় বেতন কমিশন বা বেতন স্কেল বাস্তবায়নের পর দফায় দফায় গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধি করার ফলে ব্যাপক হারে টাকার অবমূল্যায়ন হয়ে ২০০৯ সনের তুলনায় বর্তমানে অধিকাংশ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর দাম প্রায় শতভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন সময় সমিতির পক্ষ হতে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ও সংগ্রামের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ তথা সরকারকে বার বার বেতন বৃদ্ধিসহ ন্যায় সঙ্গত দাবী পূরণের আবেদন নিবেদন করা হলেও কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাড়ানো বা ন্যায় সঙ্গত দাবীর ব্যাপারে সরকারি কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। নির্দিষ্ট ও স্বল্প আয়ের কর্মচারী হওয়ায় আর্থিক অনটনে পরিবার পরিজন নিয়ে আজ আমরা সকলেই নিরুপায় ও দিশেহারা। অনাহারে অর্ধাহারে জীবন যাপনের সাথে বন্ধ হতে চলেছে সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষা দানের পথ। বর্তমান অবস্থায় জীবন যাপনের ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সংগতি সাধনের জন্য এখনই প্রয়োজন জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করে গ্রহণযোগ্য একটা নতুন বেতন স্কেল প্রদান করনে এবং নতুন বেতন স্কেল প্রদান না করা পর্যন্ত এই অর্ন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য অন্তত তৃতীয় ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের জন্য ৬০% বেতন বৃদ্ধি করা একান্তই প্রয়োজন।

বিজ্ঞ সাংবাদিকবৃন্দ,

আমরা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, মহান সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত আপনারা জাতির বিবেক, অসহায় নির্যাতিত জনগোষ্টির জাগ্রত কণ্ঠস্বর। আপনারা পারেন বাস্তবতার নিরিখে আপনাদের তীক্ষ্ণ লেখনির মাধ্যমে অবহেলিত জনগোষ্ঠির সমস্যাদি অতীব সহজতর ও সুন্দরভাবে সরকার, দেশ ও জাতির কাছে তুলে ধরতে। সেই প্রত্যাশায় আজ প্রজাতন্ত্রের অবহেলিত ও বঞ্চিত তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্যের করুন চিত্রের দু'একটি দিক আপনাদের মাধ্যমে সরকারের সুবিবেচনার জন্য তুলে ধরা একান্তই প্রয়োজন ও জরুরী বলে আমরা মনে করছি।

আপনারা জানেন স্বাধীনতা উত্তর ১৯৭৩ সনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সরকার প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রথম জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করেন মোট ১০টি বেতন স্কেলে। শ্রেণীভেদে যদিও বেতনে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল, তবু একটি সম্ভাবনার দিক উন্মোচিত হয়েছিল যে, প্রবর্তিত এই নতুন ধারা অনুসরণ করে ক্রমান্বয়ে বেতন বৈষম্য বা ব্যবধান একটি সম্মানজনক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ স্তরে বিন্যস্ত হবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক যে মাত্র চার বৎসরের ব্যবধানে ১৯৭৭ সালে সামরিক শাসনকালে কোন বিশেষ গোষ্ঠির স্বার্থে বিভিন্ন শ্রেণীর বা স্তরের কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক বেতন বৈষম্য ও জটিলতার সৃষ্টি করে ১০টি বেতন স্কেল ভেঙ্গে ২০টি বেতন স্কেল নির্ধারণ করে ভিন্ন রকম একটি জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করা হয়। ১৯৭৭ সনের জাতীয় বেতন স্কেলের পর ১৯৮৫, ১৯৯১, ১৯৯৭, ২০০৫ ও ২০০৯ সালে যে সকল বেতন স্কেল বা বেতন কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা মূলতঃ ছিল ১৯৭৭ সনের জাতীয় বেতন স্কেলের সংশোধিত স্কেল বা রূপ এবং যা ছিল ১৯৭৩ সালের বেতন স্কেলের আদর্শিক ধারার বিচ্যুতি। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং কর্মচারী ও কর্মচারীদের মধ্যে বেতনের বৈষম্য ধারাবাহিক ভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়ে চলেছে।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

আপনাদের অবগতির জন্য এখন বেতন বৈষম্য সৃষ্টির বিষয়ে কিছু বলতে চাই। ১৯৭৩ সনের বেতন স্কেলের ১০টি স্তরকে ভেঙ্গে ১৯৭৭ সনে ২০টি বেতন স্কেল বা বেতন স্তর নির্ধারণ করে ভিন্ন রকম একটি জাতীয় বেতন স্কেল প্রদান করে একবার বেতন বৈষম্য সৃষ্টি করা হলো এবং ১৯৯৪ সনের পরবর্তী সময়ে ৩য় শ্রেণী সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে শ্রেণী বিশেষের ক্ষেত্রে ২য় শ্রেণী পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রদান করে আরেক দফা বৈষম্য সৃষ্টি করা হলো ফলে সমমানের অন্যদের করা হয়েছে বঞ্চিত। যেমন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী থেকে বাংলাদেশ সচিবালয়ের স্টেনোগ্রাফারদের ২য় শ্রেণীর পদমর্যাদায় ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ও উচ্চতর বেতনস্কেল প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু একই শিক্ষাগত যোগ্যতা ও নিয়োগবিধিতে নিয়োগপ্রাপ্ত সচিবালয় বহির্ভূত দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের স্টেনোগ্রাফারদের অনুরূপ পদমর্যাদা ও বেতনস্কেল প্রদান করা হয়নি। সচিবালয়ের বাজেট সহকারী ও উচ্চমান সহকারীদের ২য় শ্রেণীর পদমর্যাদায় প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও বেতন স্কেল প্রদান করা হলেও সচিবালয় বহির্ভূত অন্যান্য দপ্তর প্রতিষ্ঠানের প্রধান সহকারী, উচ্চমান সহকারী, অডিটর, কম্পিউটার অপারেটর, হিসাব রক্ষক, হিসাব সহকারী, স্টোর কিপার, লিনেন কিপার, হাসপাতাল রেকর্ড কিপার, স্টুয়ার্ড, ডায়টেশিয়ান, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর, ডাটাএন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর বা সমপদের ও মানের কর্মচারীদের পদমর্যাদা ও বেতনস্কেল প্রদান করা হয়নি। উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও ডিপ্লোমা নার্সদের ২য় শ্রেণীর পদমর্যাদায় উন্নীত করে বেতন স্কেল প্রদান করা হয়েছে। অথচ সমশিক্ষাগত যোগ্যতার ডিপ্লোমা কৃষিবিদ, ডিপ্লোমা হেলথ টেকনোলজিস্ট, ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট এবং ডিপ্লোমা প্রকৌশলী পদে পদোন্নতিপ্রাপ্তদের সমপদ মর্যাদার ও বেতনস্কেল প্রদান করা হয়নি। বর্তমান সরকারের আমলে মহাহিসাব রক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন অডিট অধিদপ্তরের (এজিবি) বিভাগীয় হিসাব রক্ষক, পুলিশের এস আই, মাধ্যমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষকদের ২য় শ্রেণীর পদ মর্যাদা প্রদান করা হলেও সমপর্যায়ের অন্যান্য তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের ২য় শ্রেণী পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। ১ম শ্রেণীর সকল কর্মকর্তার প্রতি পদে ৪(চার) বৎসর পূর্তির পর দুই ধাপ উপরের স্কেলে শতভাগ সিলেকশন গ্রেড প্রদান ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের সিলেকশন গ্রেডসহ প্রচলিত নিয়মে টাইম স্কেল প্রদান করা হয়েছে। কিন্ত তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দু'একটি পদে তাও আবার আংশিক হারে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়। ফলে অধিকাংশ তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সিলেকশন গ্রেডের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ১৯৭৭ সনের পরবর্তী সময়ে ডিপ্লোমা নার্স, ডিপ্লোমা হেলথ টেকনোলজিস্ট, ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট, এজিবি'র অডিটর ও সিনিয়র একাউন্টস ক্লার্কদের বেতন স্কেল দুই ধাপ উপরের স্কেলে আপগ্রেড করে বেতন স্কেল নির্ধারণ করা হলেও অন্যান্য দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের সে সুযোগ দেয়া হয়নি। প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ন্যায় তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের টাইম স্কেল প্রথা বলবৎ থাকলেও তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য জাতীয় বেতন স্কেলের ১৩ থেকে ২০নং বেতনস্কেল বা গ্রেডগুলি এক স্কেল হতে পরবর্তী উচ্চতর স্কেলের ব্যবধান এতটাই কম নির্ণয় করা হয়েছে যে, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের প্রাপ্ত টাইম স্কেলে প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা ইতোমধ্যে অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

সুধী সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের গর্বিত নাগরিক হিসাবে আমাদের গভীর প্রত্যাশা ছিল গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় কর্মচারীদের মধ্যে সৃষ্ট সকল বৈষম্য সহনীয় পর্যায়ে নিরসন হবে। কিন্তু দেখা গেল, গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় ১৯৯৪-৯৫ সনে, বিএনপি সরকার আমলে তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের মধ্য হতে বাংলাদেশ সচিবালয়ের ও ডিপ্লোমাধারী উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের ২য় শ্রেণীর পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রদান করা হলো। পরবর্তীতে বর্তমান সরকার তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের মধ্য হতে এজিবি'র বিভাগীয় হিসাব রক্ষক, ডিপ্লোমা নার্স, পুলিশের এস, আই এবং মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষকদের ২য় শ্রেণীর পদ মর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রদান করা হলো। বঞ্চিত হলো অন্য সকল দপ্তর প্রতিষ্ঠানের সমমানের ও সমবেতন স্কেলভুক্ত ৩য় শ্রেণী কর্মচারীরা। সঙ্গত কারণে বঞ্চিত সকল তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের মাঝে প্রবল বঞ্চনা জনিত হতাশা ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিক হিসাবে সমঅধিকার বা ন্যায় বিচার প্রাপ্তির পরিবর্তে এখন আমরা বৈষম্যের বেড়াজালে নিপতিত হয়ে চলেছি। এটা নিতান্তই অপমানজনক ও লজ্জাকর। মনে হয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে বিবেচনা না করে স্বীয় সুবিধা বিবেচনায় বিশেষ শ্রেণী-গোষ্ঠি বা বিশেষ দপ্তর প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের অনুরূপ পদমর্যাদা ও বেতনস্কেল প্রদান করা হচ্ছে। এটা খুবই দুঃখজনক। আমরা এই অন্যায় বঞ্চনার প্রতিবিধান চাই।

সর্বশেষ ২০০৯ সালে জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণা করার পর সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শতকরা ৮০% ভাগ বেতন বৃদ্ধি করা হলো। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে, কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি হয়েছে শতকরা ১৫-২০% ভাগ। শুধুমাত্র নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধি হয়েছিল শতকরা ২৫-৩০% ভাগ এবং কর্মকর্তাদের বেতন বৃদ্ধি হয়েছে ৭০-৭৫% ভাগ। আপনারা সকলেই জানেন ২০০৯ সালের পর কয়েকবার গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। সেই সাথে ব্যাপক হারে টাকার অবমূল্যায়ন হয়ে অধিকাংশ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম ২০০৯ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। কিন্তু কর্মচারীদের কোন প্রকার বেতন ভাতা বাড়ানো হয়নি।

বর্তমান আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিম্নোক্ত ন্যায়সঙ্গত দাবীসমূহ অনতিবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্য আমরা সরকার তথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমীপে বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

<u>ন্যায় সঙ্গত দাবীসমূহ</u>

১। জীবনযাপনের ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে ও বিরাজমান বৈষম্য নিরসনের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রেখে অবিলম্বে কর্মচারী প্রতিনিধিত্বশীল স্থায়ী বেতন কমিশন ও চাকুরী কমিশন গঠন করতে হবে। অবিলম্বে একটি নতুন বেতন স্কেল প্রদান এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য কর্মচারীদের বেতন ৬০% বৃদ্ধি করে ১লা জানুয়ারি ২০১৩ থেকে বাস্তবায়ন করতে হবে। ৩য় শ্রেণী কর্মচারীদের বিদ্যমান ৬(ছয়)টি বেতন স্কেল বা গ্রেডের পরিবর্তে ১৯৭৩ সনে বঙ্গবন্ধু সরকার প্রদত্ত বেতন স্কেল অনুসরণে ৬টির পরিবর্তে ৩টি বেতন স্কেল নির্ধারণ করতে হবে।

মূল বেতনের ১০০% বাড়ী ভাড়া, ২০০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা, ১০০০ টাকা যাতায়াত ভাতা, ১০০০ টাকা টিফিন ভাতা, সন্তান শিক্ষাভাতা বৃদ্ধি, গ্যাস বিদ্যুৎ পানির বিল ভাতা হিসাবে প্রদান। ১০০% পেনশন, ১ঃ৪০০ হারে গ্র্যাচুইটি, চাকুরীর বয়সসীমা ৬০ বৎসর, ১২ মাসের পরিবর্তে সমুদয় পাওনা ছুটির বেতন প্রদান করতে হবে।

২। বাংলাদেশ সচিবালয়ের স্টেনোগ্রাফার, বাজেট সহকারী, উচ্চমান সহকারী, পুলিশের এস আই ও মাধ্যমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষকদের ন্যায় সচিবালয় বহির্ভূত দপ্তর, পরিদপ্তর, বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসকের দপ্তরে ও অন্যান্য দপ্তর প্রতিষ্ঠানে কর্মরত স্টেনোগ্রাফার, প্রধান সহকারী, অডিটর, উচ্চমান সহকারী, কম্পিউটার অপারেটর, হিসাব রক্ষক, হিসাব সহকারী, স্টোর কিপার, লিনেন কিপার, হাসপাতাল রেকর্ড কিপার, স্টুয়ার্ড, ডায়টেশিয়ান, এস. জি অপারেটর, এল.এস.জি, এ.পি.এম, টি.পি.এম সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম কম্পিউটার অপারেটর, ডাটাএন্ট্রি/ কন্ট্রোল অপারেটর ও সমপদের সমমর্যাদার কর্মচারীদের পদবী যথাক্রমে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, স্টোর অফিসার, রেকর্ড অফিসার এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বপদে দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা ও বেতনস্কেল প্রদান করতে হবে। ডিপ্লোমা প্রকৌশলী ও ডিপ্লোমা নার্সদের ন্যায় সমশিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন ডিপ্লোমা কৃষিবিদ, ডিপ্লোমা হেলথ টেকনোলজিস্ট, ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট এবং ডিপ্লোমা প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মচারীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা ও বেতনস্কেল প্রদান এবং কর্মকর্তাদের ন্যায় ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী সকল কর্মচারীদের প্রতি পদে ৪(চার) বৎসর অন্তর দুই গ্রেড উপরে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করতে হবে।

৩। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের জন্য এক বা অভিন্ন নিয়োগ বিধির প্রবর্তনসহ সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী নিয়োগে আউট সোর্সিং প্রথা বন্ধ করে তৃতীয় শ্রেণীর সকল শূন্য পদ পূরণার্থে নিয়োগ প্রদান। উন্নয়ন খাতের কর্মচারী, ওয়ার্কচার্জড, কন্টিজেন্সী ও এম আর কর্মচারীদের চাকুরীর শুরু থেকে রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণে সরকারি হাসপাতাল রেকর্ড কিপার, সরকারি, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত গাড়ীচালক ও আইসিটি জনবলের পদসমূহকে টেকনিক্যাল পদ হিসাবে স্বীকৃতিসহ ৫টি টেকনিক্যাল ইনক্রিমেন্ট প্রদান এবং আইসিটি জনবলকে রেডিয়েশন (ঝুঁকি) ভাতা প্রদান এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত উন্নয়ন খাতভুক্ত কর্মচারীদের টাইমস্কেল প্রদানের বাতিল আদেশটি প্রত্যাহার করতে হবে।

৪। সমিতির অফিস, সভা সম্মেলন, সেমিনারের কার্যক্রম অনুষ্ঠানের জন্য অন্যান্য পেশাজীবী সমিতিগুলো ন্যায় বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির জন্য একটি জায়গা বরাদ্দ প্রদানসহ সমিতির ৬(ছয়) দফা দাবী অনতিবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আপনাদের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে জানাতে চাই আমাদের পেশকৃত দাবীসমূহ অবিলম্বে বাস্তবায়ন করার জন্য সদাশয় সরকারের প্রতি বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। অন্যথায়, বর্তমান আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে জীবনযাত্রার ন্যূনতম ব্যয় সংকুলান এবং বঞ্চনা থেকে নিস্কৃতির জন্য একান্ত নিরুপায় হয়ে আমাদেরকে আন্দোলনের কর্মসূচী দিতে বাধ্য হতে হবে। আমরা মনে করি সরকার আন্তরিক হলে আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব হতে পারে।

ঘোষিত কর্মসূচী

০১। দাবীর সমর্থনে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের পক্ষ হতে ৩০/০৪/২০১৩ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমীপে দাবী সম্বলিত স্মারক লিপি প্রদান।

০২। পেশকৃত দাবীনামার বিষয়ে সরকারের কাছ থেকে অনুকূল সাড়া না পেলে ১১/০৫/২০১৩ তারিখে বিশেষ জাতীয় প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরবর্তী আন্দোলনের কঠোর কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।

সম্মানিত সাংবাদিক বোন ও ভাইয়েরা,

একজন সরকারী কর্মচারী সর্বসাকুল্যে বেতন পাচ্ছেন ৭,৫০০ টাকা থেকে ১৮,০০০ টাকা যা বর্তমানে দেশের সর্বনিম্ন আয়ের একজন মানুষের প্রায় সমান। সরকারি কর্মচারীদের সামাজিক মর্যাদার বিষয়টি আজ অতীত স্মৃতিমাত্র। একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহলের অপপ্রচার ও চক্রান্তে সরকারি কর্মচারীদের দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠি থেকে বিচ্ছিন্ন করার অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। এহেন অবস্থা থেকে উত্তরণে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার একমাত্র ভরসার স্থল আপনারা সাংবাদিকবৃন্দ।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আজকের এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থেকে অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে আমাদের বক্তব্য শোনার জন্য প্রজাতন্ত্রের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আমাদের বক্তব্য আপনাদের বহুল প্রচারিত পত্র পত্রিকায় ও ইলেকট্রনিক সম্প্রচার মাধ্যমে প্রচার ও প্রকাশ করার বিনীত অনুরোধ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি। সকলকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা।

ধন্যবাদান্তে

(মোঃ লুৎফর রহমান)
মহাসচিব
০১৯২২-১১৭৫০১

(মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান)
সভাপতি
০১৭১৫-৬৬৫৫৪৬